28 FEB 203

প্রথম আলো

# এমএম কলেজের ছাত্রী হোস্টেল

## আবাসন সমস্যা দূর করুন

যশোরের এম এম কলেজে ১৬-১৭ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬ হাজার ছাত্রী
রয়েছে। কলেজটিতে ছাত্রী হোস্টেল রয়েছে মাত্র একটি। তাতে সিট সংখ্যা
২৪। কিন্তু গাদাগাদি করে এখানে ১০০ জন ছাত্রী থাকছে। প্রথম আলোর
দক্ষিণাঞ্চল বিষয়ক পাক্ষিক ক্রোড়পত্র 'আলোকিত দক্ষিণ'-এ সম্প্রতি প্রকাশিত
প্রতিবেদনটি পড়ে দুর্ভাগা ছাত্রীদের অবস্থাটা বোঝা গেল।

হল বা হোস্টেলে আবাসন সংকটের যে প্রতিবেদনগুলো প্রায়শই পত্রিকায়
প্রকাশিত হয়, তাতে প্রায়ই একটি চিত্র ফুটে ওঠে। এম এম কলেজের ছাত্রী
হোস্টেলটি তার ব্যতিক্রম নয়। ৪টি টয়লেট, ৪টি বাথরুম, নিয়মিত পানি
সংকট, সারি সারি চৌকিগুলোর মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। টিভি-ডাইনিং
রুমেও সিট। পড়াশোনা করার জন্য জায়গা খোঁজাই কঠিন হয়ে পড়ে। কেউ
টেবিলে বসলে অন্যকে পড়তে হয় চৌকিতে বসেই। অর্থাৎ সবদিক থেকেই
অবস্থা করুণ।

৬ হাজার ছাত্রীর অনেকেই অন্যান্য জেলা থেকে এসেছে। বোঝা যায়,
এদের অনেকেই মেসে বা ভাড়া বাড়িতে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। এত
বড় ও প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজের এ রকম দৈন্যদশা মেনে নেওয়া যায় না।
হোস্টেল সুপার জানিয়েছেন, সরকারের উচ্চমহল থেকে গত দু বছর আগে
সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। একতলা হোস্টেলটি চারতলা করার
আনুষঙ্গিক কাজও সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু কাজটি হচ্ছে না।

আমরা চাই, ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধান করে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়ার
সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য যত শিগগির সম্ভব হোস্টেলটি চারতলা করা হোক।
সেই সঙ্গে ছাত্রী সংখ্যার দিকে নজর দিয়ে আরো হোস্টেল নির্মাণের কথাও
বিবেচনা করতে হবে। আনুষঙ্গিক সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টিই
যথেষ্ট। বিষয়টির দিকে সরকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ নজর দেবে, এটাই
আমাদের প্রত্যাশা।